দ্য আই অভ দ্য বিহোল্ডার

বড় রাস্তার পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে আছি আমি আর জর্জ। সৈকতের বিশাল বিস্তৃতি আর দূরের ঢেউ ঝিলমিল সাগরের ওপর ঘোরাফেরা করছে আমাদের চোখ। বিকিনি পরা তরুণীদের দিকে তাকিয়ে নিষ্পাপ আনন্দ উপভোগ করছি আমি। ভাবতে অবাক লাগছে, জীবনের অর্ধেক সৌন্দর্য উপহার দিচ্ছে তারা।

জর্জকে যত দূর জানি, আমার মতো নান্দনিক মহৎ কিছু নেই তার চিন্তাভাবনায়। আমি নিশ্চিত, সৌন্দর্য উপভোগের চেয়ে তার মাথায় বরং ব্যবহারিক চিন্তাটাই খেলে বেড়াচ্ছে একই তরুণীদের নিয়ে।

আমাকে বেশ অবাক করে দিয়ে সে বলে উঠল, 'বুঝলে, বন্ধু, এই যে আমরা নারীর রূপ থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছি, এটা কিন্তু আসল সৌন্দর্য নয়। প্রকৃত সৌন্দর্য দেখা যায় না এভাবে, সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে থাকে। তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ ব্যাপারটা?'

'না,' বললাম আমি। 'কখনো ভেবে দেখিনি এটা আর এই যে এখন তুমি বলছ এ ব্যাপারে, তবু কিছু বুঝতে পারছি না। তাছাড়া তুমি যে এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছ, সেটাও খেলেনি আমার মাথায়।'

জর্জ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমার সাথে কথা বলা মানে, আখ নিংড়ে গুড় করার মতো। অনেক কসরত করে ফল পাওয়া যায় একটু। আমি তো দেখেছি, ওই লম্বা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলে তুমি। যে দু'টুকরো কাপড় তার গায়ে, তাতে শরীরের কয়েক জায়গা ঢাকার বেলায় কিছুই হচ্ছে না। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ওটা তার স্রেফ লোক দেখানো একটা ব্যাপার।'

'জীবনের কাছ থেকে কখনো খুব বেশি কিছু চাইনি আমি,' বিনয়ের সাথে বললাম, 'আমি ওই লোক দেখানো ব্যাপার নিয়েই সন্তুষ্ট।'

www.banglainternet.com

'ভেবে দেখ, আরো কত সুন্দর হতে পারে একটি তরুণী, এমন কি মেয়েটি যদি তোমার মতো আনাড়ির চোখে চূড়ান্ত রকমের অসুন্দরও হয়ে থাকে, তবু ভাব। মেয়েটির যদি চিরন্তন সদগুণ থেকে থাকে, নিঃস্বার্থপরতা, আনন্দ ফুর্তি এবং পরোপকারের চিন্তা থেকে থাকে, সে যদি মুখ বুজে করে যেতে পারে কঠোর পরিশ্রম, তাহলে সব গুণ মিলে সোনালি আলো ছড়াবে তার মাঝে। সে হয়ে উঠবে পরিপূর্ণ এক সুন্দরী নারী।'

'আমার যা মনে হচ্ছে, জর্জ,' বললাম আমি। 'নির্ঘাত নেশা ধরেছে তোমার মেয়েদের গুণাবলি সম্পর্কে কি-ই বা জান তুমি?'

'ওদের সাথে খুব ভালো পরিচয় আছে আমার,' সগর্বে বলল জর্জ। 'প্রচুর ওঠা-বসা হয় বলে ওদেরকে খুব ভালো করে চিনি।'

'কোনো সন্দেহ নেই তাতে,' বললাম আমি। 'তবে ওদেরকে চেন শুধু অন্ধকারে, নিজের নিভৃত ঘরে।'

তোমার এই রূঢ় মন্তব্য সত্ত্বেও [জর্জ বলল] ব্যাপারটা অবশ্যই ব্যাখা করে বোঝাব তোমাকে।

মেয়েদের এসব গুণ সম্পর্কে জানাটা আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান নয়। এক তরুণীর সাথে পরিচয় হওয়ার সূত্রে জেনেছি। নাম তার মেলিগ্যান্ড ওট। বিয়ের আগে নাম ছিল মেলিস্যান্ড রেন। মেয়েটির প্রিয় স্বামী তাকে ম্যাগি বলে ডাকতো। আমিও ডাকতাম এ নামে। আমার এক প্রিয় বন্ধুর মেয়ে সে। আহা, মারা গেছে বেচারা। আমাকে সব সময় জর্জ চাচা বলে ডাকতো মেয়েটি।

আমি স্বীকার করছি যে, তোমার স্বভাব খানিকটা আমার মাঝেও রয়েছে। যে জিনিসটাকে লোক দেখানো বা ভাসা-ভাসা বলছ সেই সূক্ষ্ম জিনিসের আমিও এক গুণমুগ্ধ। আমি জানি, এ ব্যাপারে যদিও প্রথম বলছি, তবে তুচ্ছ ব্যাপারগুলো নিয়ে তুমি যদি অবিরাম বাধা দাও, তাহলে আমরা কোনো ফল পাব না।

আমার এই ছোট্ট দুর্বলতার কারণে আরেকটা জিনিস স্বীকার করছি। আমাকে দেখে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে চিৎকার দিয়ে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসত ম্যাগি, তার মতো অতটা আনন্দিত হতে পারতাম না। একেবারে রোগা লিকলিকে সে মেয়ে। শরীরে প্রকটভাবে ফুটে ছিল হাড়গুলো। তার নাকটা ছিল বেশ বড়, কোমল চিবুক, পাতলা ইঁদুর-রঙা চুলগুলো ছিল

www.banglainternet.com

লম্বা আর একদম সোজা। ধূসর-সবুজ চোখ দুটো বর্ণনা দেয়ার মতো নয়। মেয়েটির চোয়ালের হাড় দুটোও ছিল বেশ বড়। হাড় দুটোর জন্যেই চেহারাটা দেখাত ঠিক ডোরাকাটা কাঠবেড়ালির মতো। মনে হতো যেন একগাদা বাদাম আর সুস্বাদু বীজ মুখে পুরে বসে আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ম্যাগি এমন কোনো তন্বী ছিল না, যার উপস্থিতিতে নিশ্বাস দ্রুত হয়ে যেত তরুণদের, কাছে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠত তারা।

তবে তার মনটা ছিল ভালো। শত বিপদের মাঝেও মনোবল অটল থাকত মেয়েটির। বেদনামাখা মুখে এমন এক ঐকান্তিক হাসি ফুটে থাক, প্রথম দর্শনেই নাড়া খেয়ে যেত যে কোনো তরুণ। ঐকান্তিক এই হাসি নিয়ে সব বান্ধবীর বিয়েতে প্রধান সখ্য হিসেবে থেকেছে সে। অগণিত শিশুর ধর্ম-মা ছিল ম্যাগি, অন্যদের সন্তান লালন-পালনেও বেশ কাজ করেছে।

গরিবদের জন্যে গরম স্যুপ নিয়ে যেত সে। যাদের খাওয়ানো দরকার তাদেরকে খাওয়াত, তেমনি খাওয়াত অন্যদেরকেও—যাদের না খাওয়ালেও চলত। স্থানীয় গির্জায় গিয়ে বেশ ক'বার বিভিন্ন জনের হয়ে ক্ষমা চেয়ে এসেছে সে। একবার গেছে নিজের জন্যে, তারপর গেছে সেই বান্ধবীদের জন্যে, যারা ক্ষণিকের মোহে পড়ে ছায়াছবি দেখতে গিয়ে পাপ করেছিল। রোববারের স্কুলে বাচ্চাদের পড়াত ম্যাগি। কৌতুককর মুখভঙ্গি করে তাদেরকে মাতিয়ে রাখত সে। পড়ার দিক দিয়ে বাচ্চাদের দ্রুত টাইন কমান্ডমেন্টস পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে একটাকে বাদ দেয়া হয় অপকর্মের দায়ে। ম্যাগি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিল, এসব অপকর্ম পুষে রাখলে একের পর এক প্রশ্ন তৈরি হয় এবং ক্রমশ ঝামেলা বাড়ে। পাবলিক লাইব্রেরির স্থানীয় শাখায় একজন স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে কাজ করে সে।

ম্যাগি এমনিতেই মাত্র চার বছর বয়সে বিয়ের সব আশা হারিয়ে ফেলেছিল। জীবনে না চাইতেই প্রেমের সুযোগ এসেছে বেশ ক'বার, কিন্তু সাড়া দেয়নি সে। মাত্র দশ বছর বয়সেই ডেটিং-য়ের ব্যাপারটাকে অসম্ভব এক স্বপ্ন মনে হতো তার।

অনেক সময় আমাকে সে বলত, 'আমি অসুখী নই, জর্জ চাচা। পুরুষদের জগৎটা আমার কাছে বন্ধ, শুধু বাবা আর তোমার বেলায় ব্যতিক্রম। তবে আরো অনেক সত্যিকারের সুখ রয়েছে ভালো কাজের মধ্যে।'

www.banglainternet.com

কাউন্টি জেলে গিয়ে বন্দিদের সাথে দেখা করে আসত ম্যাগি। কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা করতে উৎসাহ যোগাত তাদের, বলত অন্যায় পথ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসতে। সে সময় দু'একজন মূর্খ বন্দি আবার স্বেচ্ছায় নির্জন কক্ষ বেছে নিত, ম্যাগি বিশেষ করে তাদের জন্যে যেত সেখানে।

তারপর অক্টাভিয়াস ওটের সাথে দেখা হয়ে গেল ম্যাগির। ধারে কাছের এক বাড়িতে এসে উঠে এই তরুণ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বিদ্যুৎ কোম্পানির এক দায়িত্বশীল পদে চাকরি করত সে। বেশ কর্মঠ এই তরুণ—ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, সাহসী, সৎ এবং শ্রদ্ধাশীল। তবে সুদর্শন বলতে যা বোঝায়, সে রকম কিছু ছিল না তার মাঝে। প্রকৃতপক্ষে, কণা পরিমাণ সৌন্দর্যও ছিল না ছেলেটির ভেতর। মাথায় চুল কম ছিল ছেলেটির,—কিংবা, আরো নিখুঁতভাবে বলতে গেলে, সামনের দিকে চুল কমে যাওয়ায় গেঁড়ের মতো হয়ে উঠেছিল তার কপাল। নাকটা বোঁচা, পাতলা ঠোঁট, কান দুটো মাথার কাছ থেকে সরে গিয়ে তৈরি করে আলাদা একটা বিশেষত্ব। তার ঠেলে আসা কাটাকে কখনো স্থির থাকতে দেখিনি। মরচে-রঙা ছিল ছেলেটির চুলগুলো, মুখ আর হাতে ছিল অগণিত ফুটকি।

অক্টাভিয়াসের সাথে ম্যাগির যখন রাস্তায় প্রথম দেখা হয়, আমি ছিলা মেয়েটির সাথে। তারা দু'জনই ছিল অপ্রস্তুত। এক জোড়া চঞ্চল ঘোড়ার সামনে আচানক ডজনখানেক ভাঁড় ভয়াল পরচুলা পরে হাজির হয়ে ডজনখানেক বাঁশি বাজাতে শুরু করলে যা হয়, প্রথম সাক্ষাতে ঠিক সে রকম অবস্থায় পড়েছিল তারা দু'জন। মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হয়েছিল ঘোড়ার মতো চার পা ওদের, এখুনি পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডাক ছাড়বে।

থানিক পর প্রথম সাক্ষাতের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠল তারা। ম্যাগি শুধু তার হাত রেখে ছিল হৃদয়ের ওপর, এছাড়া আর কিছু করল না। যেন তার হৃদয়টা বুকের খাঁচা থেকে লাফ মের চলে যেতে চেয়েছিল অধিকতর নিরাপদ জায়গায়, শেষ মুহূর্তে কোনো রকমে হৃদয়টাকে আটকাল সে। এদিকে অক্টাভিয়াস শুধু হাত ঘষল তার ভুরুর ওপর, যেন মুছে ফেলল ভয়াল কোনো স্মৃতি।

ঘটনার দিন কয়েক আগে অক্টাভিয়াসের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার, কাজেই ম্যাগির সাথে আলাপ করিয়ে দিতে কোনো অসুবিধে হল না।

www.banglainternet.com

এমনভাবে তারা হাত মেলাল, যেন এই স্পর্শ মোটেও নাড়া দেয়নি দু'জনকে।

সেদিন বিকেলের পর, দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে ম্যাগি আমাকে বলল, 'মি. ওটকে অদ্ভুত এক তরুণ মনে হয়েছে আমার।'

জবাব দিতে গিয়ে সত্যিকারের রূপকের আশ্রয় নিলাম, আমার যে জিনিসটি বন্ধুরা বেশ উপভোগ করে থাকে। তাকে বললাম, 'শুধু মলাট দেখে একটা বইকে বিচার করো না, মেয়ে।'

'কিন্তু মলাটের তো অস্তিত্ব রয়েছে, জর্জ চাচা,' সাগ্রহে বলল ম্যাগি। 'কাজেই ওটাকে হিসেবে আনতে হবে আমাদের। আমার ধারণা, গড়পড়তা মেয়েদের ভেতর যারা একটু ছেবলা আর অনুভূতিহীন, তারাই কোনো রকমে মানিয়ে চলতে পারে মি. ওটের সাথে। কাজেই তাকে যদি দেখানো যায় সব মেয়েই তার প্রতি অমনোযোগী নয়, সেটা একটা বিশেষ দায় হবে। আসলে মেয়েরা তার প্রতি বিমুখ হতো না, যদি না তার চেহারাটা—' ওটের চেহারার সাথে মেলানোর জন্যে নীরবে প্রাণিজগৎ হাতড়ে বেড়াল ম্যাগি, কিন্তু জুতসই কোনো প্রাণী খুজে পেল না। শেষে বলল, 'চেহারাটা তার যে রকমই হোক না কেন, আমি অবশ্যই দয়া দেখাব তাকে।'

আমি জানি না, ম্যাগির প্রতি অক্টাবিয়াসেরও একই রকম দয়া হয়েছিল কি না। তবে পরবর্তী ঘটনা থেকে এক রকম বুঝে গিয়েছিলাম, ম্যাগিকে দেখে তার ঠিক একই প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

যাই হোক, দু'জন সদয় হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল পরস্পরের প্রতি। শুরুতে খানিকটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, তারপর আন্তরিক হয়ে ওঠে তারা। অবশেষে প্রবল আবেগে ভেসে যায় দু'জন। বিভিন্ন সময় তাদের দেখা হতে থাকে লাইব্রেরি, চিড়িয়াখানা, সিনেমা হল আর নাচের অনুষ্ঠানে। শেষে তারা সময় ঠিক করে বেছে নিতে থাকে নিভৃত স্থান। একটা বেঁফাস কথা বলে ফেললাম—মাফ করে দিও ।

এক পর্যায়ে লোকজন একজনকে দেখলে আরেকজনকে আশা করতে লাগল তার পাশে। সবার কাছে অবিচ্ছেদ্য জুটি হিসেবে পরিচিতি পেল তারা। পাড়াপড়শিরা কেউ কেউ দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে দেখতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। বিরস মুখে নানা রকম নিন্দা করতে লাগল তারা।

আমি বলছি না যে, চরম অসহ্য এই দৃশ্যগুলোর প্রতি সহানুভূতি একেবারেই ছিল না আমার। তবে অন্যান্য ব্যাপারে আরো সহনশীল হতে

www.banglainternet.com

হয়েছে। এর কারণও আছে বটে। দু'জনের চেহারার কথাই ধরা যাক না। একজনের চেহারা আরেকজনের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে উপেক্ষা করার একটা ঝোঁক তৈরি হতো। সেদিক থেকে তাদের জন্যে আলাদাভাবে থাকার চেয়ে একসাথে থাকটাই বরং ভালো ছিল।

শেষে একদিন আবেগ বিগলিত হয়ে ম্যাগি আমাকে বলল, 'জর্জ চাচা, অক্টাভিয়াস আমার অস্তিত্বের আলো আর জীবন। ও বিশ্বস্ত, শক্তিশালী, স্থির, বলিষ্ঠ এবং অটল। চমৎকার এক মানুষ ও।'

'ভেতরের দিক দিয়ে,' বললাম আমি। 'এসব গুণ যে ওর আছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু ওর বাইরের চেহারাটা, যাই বল না কেন, চেহারাটা—'

'কেন, ভালোই তো,' ওটের যে সব গুণের বর্ণনা দিয়েছে সে, সব একসঙ্গে প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে, 'জর্জ চাচা, আমি যেমন তাকে অনুভব করি, সেও ঠিক তেমনি অনুভব করে আমাকে। জান, বিয়ে করতে যাচ্ছি আমরা।'

'তুমি আর ওটো?' নিস্তেজ কণ্ঠে বললাম আমি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্ভাব্য বিয়ের একটা দৃশ্য ভেসে বেড়াতে লাগল আমার চোখের সামনে এবং আমি দুর্বল হয়ে গেলাম।

'হ্যাঁ,' বলল ম্যাগি। 'ও আমাকে বলেছে, ওর পরমান্দের সূর্য আমি, মৃদু আনন্দের চাঁদ। আরো বলেছে, ওর সকল সুখের সব তারা আমি। খুব কাব্যিক মানুষ ও।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' সন্দেহ নিয়ে বললাম, 'তা—তোমাদের বিয়েটা হচ্ছে কখন?'

'যত শীঘ্র সম্ভব,' বলল সে। 'তখন চুপচাপ দাঁত কিড়বিড় করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার।

যথারীতি বিয়ের কথা ঘোষণা করা হল। বিয়ের আয়োজন সারা হল। বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যা সম্প্রদান করলাম আমি। পাড়া-পড়শিরা চোখেমুখে অবিশ্বাস নিয়ে এসে যোগ দিল বিয়েতে। এমনকি যাজকের চেহারায়ও বিস্ময় দেখতে পেলাম।

বিয়ের অনুষ্ঠানে একজনকেও খুশি মনে তাকাতে দেখিনি নবদম্পতির দিকে। সারা অনুষ্ঠানে সবার দৃষ্টি ছিল নিচের দিকে। শুধু যাজকের চোখ দুটোকে দৃঢ়ভাবে স্থির থাকতে দেখেছি সামনের দরজার রোজ উইন্ডোর ওপর।

www.banglainternet.com

কিছুদিন পর ওই এলাকা ছেড়ে চলে গেলাম আমি, বাসা নিলাম শহরের আরেকটা জায়গায়। এভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ম্যাগির সাথে। এগারো বছর পর ম্যাগিদের ওদিকে যেতে হল আবার। এক বন্ধুর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে টাকা দিয়েছিলাম ঘোড়দৌড়ে। তাই যাওয়া। এই সুযোগে দেখা করলাম ম্যাগির সাথে। ম্যাগির অন্যান্য লুক্কায়িত গুণের ভেতর একটা গুণ ছিল চমৎকার রাঁধতে পারত সে।

দুপুরে খাওয়ার সময় পৌঁছুলাম ম্যাগির ওখানে। অক্টাভিয়াস তখন বাইরে কাজে ব্যস্ত। তবে সেটা কোনো ব্যাপার নয়। আমি স্বার্থপর মানুষ নই। আমারটা সুদ্ধ অক্টাভিয়াসের খাবারও দিলাম সাফ করে।

আমার নজর এড়াল না, ম্যাগির চোখে কেমন একটা দুঃখের ছায়া। কফি পানের সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি অসুখী, ম্যাগি? তোমার দাম্পত্য জীবন কি ভালো যাচ্ছে না?'

'না, জর্জ চাচা,' জোরাল কণ্ঠে বলল ম্যাগি। 'আমাদের বিয়ে তো স্বর্গসুখ রচনা করেছে। যদিও আমাদের কোনো সন্তান নেই, তবু আমরা সুখী। আমরা পরস্পর এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছি, হারানোর ভয় নেই তেমন। অনন্ত এক সুখ সাগরে রয়েছি আমরা এবং পৃথিবীর কাছে আর কোনো কিছু চাওয়ার নেই।

'আচ্ছা,' মেজাজটাই খিঁচড়ে গেল আমার। 'তাহলে তোমার মুখে দুঃখের ছায়া কেন?'

দ্বিধায় পড়ে গেল সে, তারপর কলকলিয়ে বলল, 'জর্জ চাচা, তোমার অনুভূতি আসলে খুব তীক্ষ্ণ। একটা জিনিস সামান্য বাগড়া দিচ্ছে আমার এই সুখের মাঝে।'

'কী সেটা?'

'আমার বাইরের রূপ।'

'তোমার রূপ? কি আর এমন গড়বড়—' ঢোক গিললাম আমি, কথাটা শেষ করার মতো কোনো কথা আর খুঁজে পেলাম না।

'আমি দেখতে সুন্দর নই।'

কথাটা ম্যাগি এমনভাবে বলল, যেন গভীর গোপন কিছু প্রকাশ করে দিল।

'আহা!' আফসোস করলাম আমি।

'নিজের জন্যে নয়, অক্টাভিয়াসের জন্যে বড় আফসোস হয় আমার। আমি শুধু ওর জন্যেই সুন্দরী হতে চাই।'

www.banglainternet.com

'সে কি তোমার চেহারা নিয়ে কিছু বলেছে?' সাবধানে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অক্টাভিয়াস? অবশ্যই না। ও তো ওর দুঃখকষ্ট সব নীরবে সয়ে যায়।'

'তুমি তাহলে জানলে কিভাবে কষ্ট পাচ্ছে সে?'

'আমার নারী হৃদয় সে কথা বলে দিচ্ছে আমাকে।'

'কিন্তু ম্যাগি, অক্টাভিয়াস নিজেও তো সুদর্শন নয়।'

'একথা তুমি বল কিভাবে?' রাগ আর ঘৃণা প্রকাশ পেল ম্যাগির কণ্ঠে। ' ওতো দেখতে দারুণ!'

'সেও হয়তো তোমাকে দারুণ মনে করে।'

'আরে, না,' বলল ম্যাগি। 'সেটা ও ভাববে কী করে?'

'সে কি তবে অন্য মেয়ের দিকে ঝুঁকেছে?'

'জর্জ চাচা!' আহত কণ্ঠে বলল ম্যাগি। 'কী হীন চিন্তা! আমি অবাক হচ্ছি তোমার কাণ্ড দেখে! আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখার মতো চোখ নেই অক্টাভিয়াসের।'

'তাহলে সুন্দরী হও আর না হও, কী এসে যায় তাতে?'

'শুধু ওর জন্যে,' আকুল কণ্ঠে বলল ম্যাগি। 'বুঝলে, জর্জ চাচা, শুধু ওর জন্যে আমি সুন্দরী হতে চাই।'

কথাটা বলে অভাবনীয় এক কাণ্ড করে বসল ম্যাগি। কাণ্ডটা অপ্রীতিকরও বটে। লাফিয়ে এসে আমার কোলে চড়ে বসল ম্যাগি। চোখের জলে ভিজিয়ে দিল জ্যাকেটের ল্যাপেল। তার কান্না থামার আগে ল্যাপেল দুটো ভিজে সারা।

তখন আমাকে অবশ্যই দুই সেন্টিমিটার উচ্চাতার ভূত অ্যাজাজেলের সাথে দেখা করতে হল। তার কথা তো আগেই বলেছি তোমাকে। কাজেই নতুন করে অ্যাজাজেলের পরিচয় দিয়ে বমি আনতে চাই না তোমার। তোমার মতো যারা লেখালেখি করে, যে কোনো কারণে হোক, বমির চিন্তা মাথায় এলে বিব্রত হওয়ার কথা।

যাই হোক, অ্যাজাজেলকে ডেকে আনলাম আমি।

অ্যাজাজেল যখন হাজির হল, তখন গভীর ঘুমে অচেতন সে। ব্যাগের মতো সবুজ কী একটা ঢেকে রেখেছিল তার খুদে মাথা। নাক ডাকানোর চাপা একটা তীক্ষ্ণ সুর শুধু বুঝিয়ে দিচ্ছিল– সে বেঁচে আছে এখনো। আর প্রতিবার নাকডাকার সময় তার পিচ্চি লেজটা শক্ত হয়ে মিহি গুঞ্জন তুলছিল একটা কম্পন থেকে।

www.banglainternet.com

আমি কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে দেখলাম, এমনি জেগে ওঠে কি না অ্যাজাজেল। কিন্তু সেটা যখন হল না, তখন একটা সন্না দিয়ে আলতো করে তুলে নিলাম তার মাথার ঢাকনাটা। ধীরে ধীরে চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল সে। তারপর অত্যুক্তি দিয়ে শুরু করল সে। আমাকে বলল, 'মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি। তোমার চেহারা দেখে বাস্তবে আছি বলে ভরসা হাচ্ছিল না!'

আমি তার এই ঝলচাপল্য উপেক্ষা করে বললাম, 'আমার জন্যে কিছু করার মতো কাজ আছে তোমার।'

অ্যাজাজেল মেজাজ খাট্টা করে বলল, 'তুমি সাধারণত এই জিনিসটা ভাব না, আমার কোনো কাজ করে দেয়ার প্রস্তাব আশা করছি তোমার কাছে।'

আমি নরম গলায় বললাম, 'তোমার মতো গুণী জীবের জন্যে কিছু করার মতো আমার সে রকম যোগ্যতা এবং ক্ষমতা থাকলে, করে দিতাম এক মুহূর্তে।'

'সত্যিই, সত্যিই,' গলে গেল অ্যাজাজেল।

সামান্য চাটুতেই যারা গলে যায়, ব্যাপারটা বিরক্তিকর লাগে আমার কাছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ তোমার কথা বলা যায়। কেউ যদি কখনো তোমাকে অটোগ্রাফ দিতে বলে, দেখেছি তো অবস্থা, জড়ো একটা উচ্ছ্বাস জাগে তোমার মাঝে। কিন্তু এখন আমাকে আমার গল্পে ফিরে যেতে দাও—

'কী হয়েছে, বল তো?' জিজ্ঞেস করল অ্যাজাজেল।

'আমি চাই, এক তরুণীকে সুন্দরী বানিয়ে দাও তুমি।'

অ্যাজাজেল কেঁপে উঠে বলল, 'আমি নিশ্চিত নই, কাজটা করতে পারব কি না। তোমাদের ওই স্থূল এবং দুর্দশাগ্রস্ত প্রজাতির সৌন্দর্যের অবস্থা তো যাচ্ছেতাই।'

'তবু তো ওরা আমাদেরই। কী করতে হবে, আমি বলে দেব তোমাকে।'

'আমি কী করব, সেটা তুমি বলে দেবে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল অ্যাজাজেল। চিৎকারে কেঁপে উঠল তার শরীর। 'তুমি আমাকে বলবে কিভাবে চুলের কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে পরিবর্তন আনতে হবে, কিভাবে আঁটো করে তুলতে হবে পেশিগুলোকে, কিভাবে হাড় বাড়াতে কমাতে হবে? সত্যিই বলবে! তুমি আমাকে বলে দেবে সব?'

www.banglainternet.com

'মোটেও না,' বিনয়ের সাথে বললাম আমি। 'এখানে বিস্তারিত যে কাজের ব্যাপারটা রয়েছে, সেটা তো তোমার গুণী হাত ছাড়া হবে না। আমাকে শুধু কাজের বাহ্যিক ব্যাপারটা সম্পর্কে বলতে দাও।'

আবার গলে গেল অ্যাজাজেল। ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করলাম আমরা।

'মনে রেখ,' বললাম আমি। 'তার যে রূপবদল হবে, সেটা সম্পন্ন হতে যেন অন্তত ষাট দিন সময় লেগে যায়। হঠাৎ কোনো পরিবর্তন সহজে চোখে পড়ে যাবে।

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ,' বলল অ্যাজাজেল। 'তোমাদের দিন অনুযায়ী ষাট দিন ধরে কাজটার পরিদর্শন, সমন্বয় সাধন এবং সংশোধন করে যাব? কী মনে করো তুমি? আমার সময়ের কি কোনো মূল্য নেই?'

'আরে, এই অভিজ্ঞতা তো স্বচ্ছন্দে কাজে লাগাতে পারবে তুমি। এ নিয়ে লিখতে পারবে তোমার জগতের কোনো জীববিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায়। এটা এমন কাজ নয়, তোমার জগতের অনেক মানুষ ধৈর্য বা সামর্থ্যের জোরে দায়িত্ব নিতে পারবে। কাজটা শেষ হওয়ার পর বিপুলভাবে প্রশংসিত হবে তুমি।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল অ্যাজাজেল। বলল, 'সস্তা প্রশংসাকে আমি অবশ্যি ঘৃণা করে থাকি। তবে আমি মনে করি, আমার প্রজাতির যে হীন মনমানসিকতার সদস্যরা রয়েছে, ওদের জন্যে নিজেকে একটি রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরাটা আমার কর্তব্য।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যাজাজেল। বাঁশির মতো জোরাল একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হল তার নিশ্বাস ফেলার সাথে। বলল, 'এটা খুবই ঝামেলা পূর্ণ আর বিব্রতকর। তবে এটা আমার কর্তব্য।'

আমারও কর্তব্য রয়েছে একই সাথে। ধীরে ধীরে ম্যাগির যে পরিবর্তন ঘটবে, এই সময়টাতে তার আশেপাশে থাকতে হবে আমাকে। আমার ঘোড়দৌড়ের সেই বন্ধুটি আমার বিশেষ জ্ঞানের বিনিময়ে শেখাতে লাগল ঘোড়দৌড়ের বিভিন্ন কৌশল। পরীক্ষামূলক বিভিন্ন দৌড়ের ফলাফলের ওপর পরামর্শ দিতে লাগল সে। এতে অবশ্যি খুব সামান্যই খরচ হয়েছিল তার।

প্রতিদিন কোনো একটা ছল করে দেখতে যেতে লাগলাম ম্যাগিকে এবং ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন ঘটতে লাগল। তার পাতলা চুলগুলো পরিপূর্ণ হয়ে উঠল এবং সুন্দর ঢেউ খেলানো একটা ভঙ্গি ফুটে উঠতে

www.banglainternet.com

লাগল চুলে। লালচে সোনালি একটা আভা ঝলকে উঠল ম্যাগির চুলগুলোতে, গ্রহণ করার মতো একটা প্রাচুর্য ফুটে উঠল।

একটু একটু করে ম্যাগির চোয়ালের হাড় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর কোমল এবং উঁচু হল চিবুকের হাড়। চোখ দু'টিতে নিশ্চিত হয়ে গেল নীল রঙ। দিনকে দিন গভীর হতে থাকল রঙটা। শেষে প্রায় বেগুনি হয়ে গেল। প্রাচ্যের মেয়েদের চোখের পাতায় সূক্ষ্মতম যে ঢালু একটা ভাব থাকে, সে রকম একটা আদল ফুটে উঠল ম্যাগির দু'চোখের পাতায়। কান দুটো আরো সুগঠিত হয়ে উঠল তার, বেরিয়ে এল লতি। সুডৌল একটা ভাব ফুটে উঠল দেহতনুতে, একটু একটু করে উপচাতে লাগল শরীরী ঐশ্বর্য, এবং তার কটি ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল ক্রমশ।

ম্যাগির এই পরিবর্তন দেখে লোকজন বিস্ময়ে বিমূঢ়। আমি নিজ কানে শুনেছি তাদের অবাধ কথাবার্তা। তারা বল, 'ম্যাগি, তুমি কোন জাদু খাটিয়েছ নিজের ওপর ? তোমার চুলগুলো তো সুন্দর হয়ে গেছে। আগের চে' দশ বছর কমে গেছে তোমার।'

'কই, কিছু তো করিনি আমি,' বলতো ম্যাগি, অন্য সবার মতো সেও অবাক হতো নিজের এই পরিবর্তন দেখে। শুধুমাত্র আমি ছিলাম এর ব্যতিক্রম।

আমাকে সে বলেছে, 'আমার মাঝে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাও, জর্জ চাচা ?'

আমি বলেছি, 'তোমাকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছে, কিন্তু আমার কাছে তো তোমাকে সব সময় আনন্দিত মনে হয়, ম্যাগি।'

'হয়তো বা তাই,' বলল সে। 'তবে ইদানীং নিজেকে যতটা উচ্ছল মনে হয়, এত আনন্দিত আর কখনো লাগেনি নিজেকে। আমি বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। কালকে এক সাহসী তরুণ ঘুরে দাঁড়াল আমাকে দেখার জন্যে। এর আগে সব সময় যা দেখেছি, আমাকে দেখলেই ওরা চোখ আড়াল করে দ্রুত পালিয়ে যায়। এই তরুণটি চোখ মারল আমাকে। ব্যাপারটা আমাকে এত অবাক করেছে, আমি হেসেছি তার দিকে তাকিয়ে।'

সপ্তা কয়েক পর এক রেস্তোরাঁয় ম্যাগির স্বামী অক্টাভিয়াসের সাথে দেখা করলাম আমি। জানালায় টাঙান খাবারের তালিকাটা মন দিয়ে পড়ছিলাম, তখনো খাবারের অর্ডার দিতে বাকি অক্টাভিয়াসের। কোনো খাবার বাছাই করে সে শুধু আমন্ত্রণ জানাবে আমাকে, মাত্র এক মুহূর্তের ব্যাপার, আর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমার সময় লাগবে তার চে' ও কম।

www.banglainternet.com

'তোমাকে অসুখী দেখাচ্ছে, অক্টাভিয়াস,' বললাম আমি।

'আমি অসুখী,' স্বীকার করল সে। 'বুঝতে পারছি না ইদানীং কী হয়েছে ম্যাগির। আজকাল ও এতই উদাস থাকে, অর্ধেক নজরও দেয় না আমার প্রতি। সারাক্ষণ সামাজিকতা নিয়ে পড়ে থাকতে চায় সে। এবং গতকাল...' দুঃখপীড়িত এমন এক করুণ চেহারা হল তার, যেন এই নিন্দার কথা বলতে গিয়ে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল বেচারা।

'গতকাল?' বললাম আমি। 'কী হয়েছিল গতকাল?'

'গতকাল ওকে মেলিস্যান্ড নামে ডাকতে বলে আমাকে। কিন্তু আমি তো ম্যাগিকে মেলিস্যান্ডের মতো হাস্যকর একটা নামে ডাকতে পারি না।'

'কেন পারবে না? এটা তো ওর ব্যাপটিজমাল নাম। ধর্মীয় দীক্ষার মাধ্যমে পেয়েছে।'

'কিন্তু সে তো আমার ম্যাগি। মেলিস্যান্ড আমার কাছে অপরিচিত।'

'একটুখানি বদলে গেছে ও,' বললাম আমি। 'তুমি কি লক্ষ করোনি, ইদানীং আগের চে' আরো সুন্দর লাগে ওকে?'

'হ্যাঁ,' শব্দটা উচ্চারণের সময় যেন কামড়ে ছিঁড়ে বের করল অক্টাভিয়াস।

'এটা কি একটা ভালো ব্যাপার নয়?'

'না,' আগের চেয়ে বরং আরো ধারাল শোনাল তার কণ্ঠ। 'আমি আমার সাদাসিধে মজার ম্যাগিকে চাই। নতুন এই মেলিস্যান্ড সারাক্ষণ তার চুলের সাজসজ্জা নিয়ে পড়ে থাকে, চোখে বিভিন্ন রকমের আই শ্যাডো লাগায়, নতুন সব পোশাক আর বড় বড় ব্রা পরে, এবং আমার সাথে কথা বলে কদাচিৎ।'

বিমর্ষ মনে চুপচাপ দুপুরের খাবারটা সেরে নিল অক্টাভিয়াস।

আমি ভাবলাম, ম্যাগির সাথে একবার দেখা করা যাক। ভালো হবে সেটা। ওর সাথে কথা বলে ঝামেলা চুকানো যাবে।

'ম্যাগি,' বলাম আমি।

'প্লিজ, আমাকে মেলিস্যান্ড বলে ডেক।'

'মেলিস্যান্ড,' বললাম আমি। 'অক্টাভিয়াসকে কেমন যেন অসুখী মনে হল।'

'আমার অবস্থাও তাই,' কটুস্বরে বলল সে। 'অক্টাভিয়াস আসলে একঘেয়েমিতে ভুগছে। বাইরে কোথাও যাবে না ও, আনন্দফুর্তি করবে না। আমার সাজসজ্জা, পোশাক—এসবের ওপর খবরদারি নিয়ে থাকে ও। ওর মাথায় কী যে সব চিন্তা খেলে, তা অক্টাভিয়াসই জানে?'

www.banglainternet.com

'সে তো নিজেকে পুরুষদের রাজা মনে করে।'

'তাই যদি মনে করে থাকে, তাহলে সেটা তো আমার জন্যে আরো বোকা সাজা। ও তো আসলে কুৎসিত একটা লোক। ওর সাথে কোথাও গেলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার।'

'তুমি কিন্তু ওর জন্যেই সুন্দর হতে চেয়েছিলে।'

'সুন্দর হতে চাওয়া বলতে কী বোঝাতে চাইছ তুমি? আমি তো এমনিতেই সুন্দরী। সব সময় ছিলাম। তবে হ্যাঁ, আমার চুলের সাজসজ্জার একটু উন্নতি ঘটেছে, তাছাড়া এখন জানি কিভাবে সঠিক মেক-আপটা নিতে হয়। অক্টাভিয়াসকে আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দিতে পারি না আমি।'

এবং সত্যিই ম্যাগি অক্টাভিয়াসকে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দিল না। মাস ছয়েক পর ম্যাগি আর অক্টাভিয়াসের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আরো ছ'মাস পর ম্যাগি—কিংবা মেলিস্যান্ড আবার বিয়ে করল এক যুবককে। যুবকটি বাইরে দেখতে বেশ সুদর্শন, কিন্তু গুণের দিক দিয়ে একটা মাকাল ফল। স্রেফ অকর্মার ধাড়ি।

একবার এই অকর্মা যুবকের সাথে রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়েছিলাম। খাওয়া শেষে বিল মেটাতে গিয়ে দোনামোনা ভাব। পকেট থেকে কিছুতেই আর টাকা বেরোয় না। আমি তো রীতিমত ভড়কে গিয়েছিলাম– টাকাটা শেষ পর্যন্ত আমাকেই দিতে হয় কি না!

ম্যাগি আর অক্টাভিয়াসের ছাড়াছাড়ি হওয়ার বছরখানেক পর অক্টাভিয়াসের সাথে আমার দেখা। অবশ্যই বিয়ে করেনি সে। যা সুরত একখান বেচারার, বিয়ে করবে কিভাবে? এত বদখত, দুধের সামনে দাঁড়ালে দুধ ফেটে দধি হয়ে যায়। অক্টাভিয়াসের নিজের অ্যাপার্টমেন্টে বসেছিলাম আমরা। ঘরগুলো সে ভরিয়ে ফেলেছে ম্যাগির একগাদা ছবি দিয়ে। তার সেই আদি-অকৃত্রিম ম্যাগি। ছবিগুলোর প্রতিটাই এখনকার ম্যাগির চেয়ে ভয়ঙ্কর। অথচ এই ছবিগুলোই দারুণ আকর্ষণীয় অক্টাভিয়াসের কাছে।

'তুমি এখনো ম্যাগির অভাবটা বেশ অনুভব করছ, অক্টাভিয়াস,' বললাম আমি।

'ভয়ানকভাবে,' জবাব দিল সে। 'আমি শুধু এখন একটা জিনিসই আশা করতে পারি। সুখে আছে ম্যাগি।'

'আমি গিয়ে দেখেছি,' বললাম আমি। 'আসলে সুখী নয় সে। ম্যাগি আবার ফিরে আসতে পারে তোমার কাছে।'

www.banglainternet.com

বিষণ্নভাবে মাথা নাড়ল অক্টাভিয়াস। বলল, 'ম্যাগি কখনো আর ফিরে আসতে পারে না আমার কাছে। মেলিস্যান্ড নামের কোনো মেয়ে আসতে চাইতে পারে আমার কাছে, কিন্তু আমি তাকে মেনে নিতে পারি না। কারণ সে তো আর আমার ম্যাগি নয়—আমার প্রিয় ম্যাগি নয়।'

'বুঝলে,' বললাম আমি। 'মেলিস্যান্ড ম্যাগির চেয়ে বেশি সুন্দরী।'

আমার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল অক্টাভিয়াস। শেষে বলল, 'কার চোখে সে সুন্দর ? নিশ্চয়ই আমার চোখে নয়।'

অক্টাভিয়াসের সাথে সেটাই ছিল আমার শেষ দেখা।

মুহূর্ত নীরব থেকে আমি বললাম, 'আমাকে অবাক করলে, জর্জ। ব্যাপারটা সত্যিই স্পর্শ করেছে আমাকে।'

কথাটা বলে বেকায়দায় পড়ে গেলাম। জর্জ বলল, 'তোমার কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল, পুরনো বন্ধু। আমি কি তোমাকে এতটা স্পর্শ করতে পেরেছি, যার ফলে আমাকে সপ্তাখানেকের জন্যে পাঁচখান ডলার ধার দিতে পার ? বড় জোর দশ দিন লাগবে শোধ করতে।'

পাঁচ ডলারের একটা নোটের জন্যে হাত বাড়ালাম পকেটের দিকে। একটু ইতস্তত করে শেষে বললাম, 'এই যে, নাও! তোমার গল্পের মূল এটা। একটা উপহার। টাকাটা সম্পূর্ণ তোমার।'

উপহার না দিয়েই বা কী করব ? ধার নিয়ে তো একবারও শোধ করে না সে।

জর্জ কোন কথা না বলে নোটটা নিয়ে রেখে দিল তার জীর্ণ ওয়েলেটে। তারপর বলল, 'প্রসঙ্গে ফিরে আসি আবার। আমি কি তোমাকে এতটা নাড়া দিতে পেরছি, এক সপ্তাহের জন্যে পাঁচ ডলার ধার পাওয়া যাবে ? বড় জোর দশ দিন লাগবে শোধ করতে।'

বললাম 'কিন্তু পাঁচ ডলার তো পেয়ে গেছ।'

'এটা আমার টাকা,' বলল জর্জ। 'এখানে তোমার কোনো কথা নেই। তুমি যখন আমার কাছ থেকে টাকা ধার নাও, তোমার আর্থিক অবস্থা নিয়ে কি কোনো মন্তব্য করি আমি ?'

'কিন্তু আমি তো কখনো—' কথাটা শেষ না করে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তারপর আরো পাঁচ ডলার বের করে দিলাম তাকে।

অনুবাদ : অনন্ত আহমেদ

www.banglainternet.com